কালাভাতে রুজির খোঁজ জঙ্গলমহলের মাটিতে

জৈব সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে সম্পূর্ণ দেশজ প্রজাতির ধান চাষ করে এখন লাভের মুখ দেখছেন ঝাড়গ্রামের কয়েক হাজার কৃষক।

আগে হাইব্রিড ধানের চাষ করতেন। জমিতে ব্যবহার করতেন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক। এখন রাস্তা পাল্টে ফেলে তাঁরাই ফলাচ্ছেন বাংলার মুগাইশাল, কেরালা সুন্দরী, ওড়িশার মাল্লিফুলো, মহারাষ্ট্রের কালাভাত কিংবা মধ্যপ্রদেশের আদানশিল্পা প্রজাতির ধান। ঝাড়গ্রামের প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সে সব ধানের উৎপাদনও হচ্ছে যথেষ্ট। জৈব সার, কীটনাশক ব্যবহার করায় চাষের খরচও কমছে অনেকটাই। আবার এ সব চালের অনেকগুলির বাজারদর চড়া হওয়ায় চাষির হাতে টাকাও থাকছে।

ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম ব্লকের ছ'টি পঞ্চায়েত— পাতিলা, চাঁদাবিলা, বড় খাকরি, মলম, আড়রা আর চন্দ্ররেখার বেশ কয়েক হাজার পুরুষ ও মহিলা এই সব দেশজ প্রজাতির ধান চাষে মন দিয়েছেন। বড় খাকরির পঞ্চায়েত প্রধান ভবেশচন্দ্র মাহাতো জানাচ্ছেন, গত ২-৩ বছরে ওই এলাকায় মাল্লিফুলো ও কালাভাতের চাষে খুবই উৎসাহিত হয়েছেন চাষিরা। তিনি জানান, তিন বছর আগেও এই সব ধান উৎপাদন করতেন না এলাকার কৃষকেরা। এখন হাজারখানেক কৃষক দেশজ প্রজাতির ধান চাষে নেমেছেন। তাঁর কথায়, "কালাভাতের ফলন খুব বেশি। বাজারদর প্রায় ১০০ টাকা কেজি। আবার রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করায় চাষের খরচও কমে গিয়েছে। সে জন্যই চাষিরা নতুন রাস্তা বেছে নিচ্ছেন।

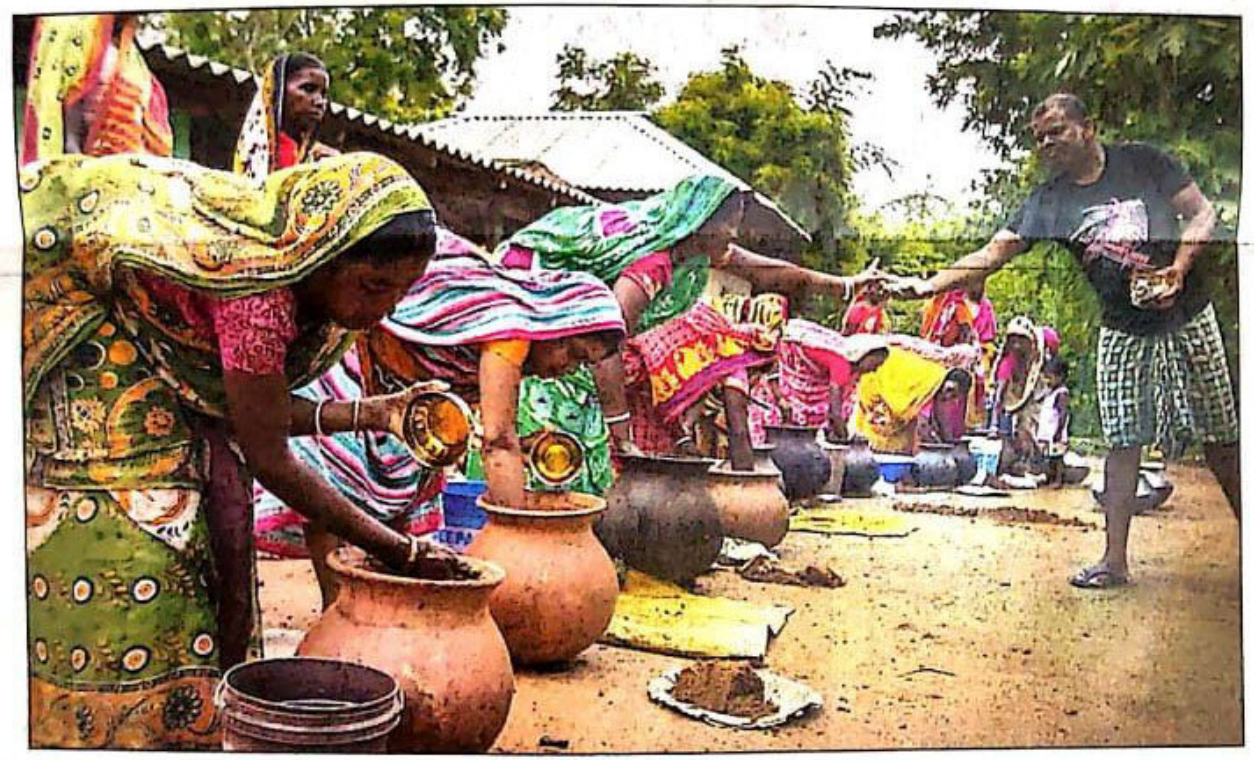

■ চাষাবাদে হাত লাগিয়েছেন জঙ্গলমহলের মহিলারাও। *নিজস্ব চিত্র*

দেশজ প্রজাতির ধানগুলির বীজ পরের বার চাষের জন্যও সংগ্রহ করতে পারছেন কৃষকেরা। বীজ চাষির হাতে থাকায় চাষের খরচ কমে গিয়েছে।

কয়েক দিন আগে কলকাতার সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত সবলা মেলা-য় নিজেদের ফসল নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এই এলাকার মহিলা চাষিরা। নয়াগ্রামে 'আমন' নামে মহিলা চাষিদের একটি সংগঠন গড়ে উঠেছে। মেলায় তাদের স্টলে থাকা কালাভাত বা ব্ল্যাক রাইস কিনতে ভিড় জমিয়েছেন কলকাতা ও অন্য জেলাগুলি থেকে আসা অনেকে। মধ্যপ্রদেশের আদানশিল্পা প্রজাতির চাল লাল রঙের। সেই রেড রাইসও সাড়া ফেলেছে দারুণ ভাবে। কালাভাত বিক্রি হয়েছে কেজি প্রতি ১০০ টাকায়, রেড রাইস কেজিতে ৮০ টাকায়। এত দিন উত্তর দিনাজপুর থেকে আসা সুগন্ধি তুলাইপাঞ্জি চালের জন্যই কলকাতার বাজারে বিশেষ উৎসাহ দেখতে পাওয়া যেত। এ বার ব্ল্যাক রাইস, রেড রাইস তার সঙ্গে টক্কর দিয়েছে। ব্ল্যাক রাইসের পুষ্টিগত গুণ নিয়ে প্রচারই এর একটি বড় কারণ বলে অনেকে মনে করছেন।

নয়াগ্রামের কৃষকদের মধ্যে কাজ করছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তার সদস্য সৌরাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, এলাকার প্রায় ৩ হাজার চাষি ৫০০ হেক্টর জমিতে এই সব ধানের চাষ করছেন। মাল্লিফুলো ও কালাভাতের চাষ করছেন প্রায় ১৫০০ জন কৃষক। ধান ফলিয়ে চাল করে বাজারজাত করার ব্যবস্থাও হচ্ছে নয়াগ্রামে। চাষিরা এতে বেশি লাভবান হচ্ছে বলে তাঁর দাবি। অন্য রাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা হলে লাভ আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন ওই সংগঠনের সদস্যরা। তবে লাভ শুধু টাকার অঙ্কেই নয়, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার এড়ানোয় খেতে কাজ করছেন যাঁরা, তাঁদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকছে বলে মনে করছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা।

অঞ্জন সাহ